কালের কণ্ঠ

04-FEB 2015

শিক্ষার নামে প্রতারণা

দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হোক

এটাকে প্রতারণাই বলতে হবে। ৩৯ শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবনে এত বড় ছেদ ফেলে দেওয়া অপরাধ। ঢাকার ব্লু-বার্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণের নামে টাকা নিলেও ৩৯ শিক্ষার্থী এবার বোর্ডের পরীক্ষা দিতে পারছে না। ক্ষতি শুধু এখানেই নয়, এসব শিক্ষার্থীকে আবার নতুন করে নবম শ্রেণিতে ভর্তি হতে হবে। এক প্রতারকের কারণে তাদের শিক্ষাজীবন থেকে দুটি বছর ঝরে গেল। এর মূল্য কে দেবে?

রাজধানীর মাটিকাটা এলাকার ব্লু-বার্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অনুমোদন অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত। সেই অনুমোদনও ছিল শর্তসাপেক্ষ। এক বছরের মধ্যে নিজস্ব জমিতে প্রতিষ্ঠান স্থানান্তরের শর্তে এক বছরের জন্য প্রতিষ্ঠানটির অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু প্রতিষ্ঠানটি চলছে ভাড়া করা জায়গায়। প্রতিষ্ঠানের অধ্যক্ষ সেই জমির ভাড়া না দিয়ে নিজের দখলে নেওয়ার চেষ্টা করছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে। এলাকার মাস্তান পোষার অভিযোগেও অভিযুক্ত এই অধ্যাপক। আশপাশের বিভিন্ন স্কুলের অনুত্তীর্ণ শিক্ষার্থীদের এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে এই প্রতিষ্ঠানে ভর্তি করা হয়। অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত অনুমোদন থাকায় অনেককে অন্য প্রতিষ্ঠানের নামে রেজিস্ট্রেশন করা হয়। সে কারণেই অল্প কিছু শিক্ষার্থী এবার পরীক্ষা দিতে পারবে। যে ৩৯ জন শিক্ষার্থী এবার পরীক্ষা দিতে পারছে না, তাদের সবার কাছ থেকেই ফরম পূরণের জন্য নেওয়া হয়েছে অতিরিক্ত টাকা। এ ছাড়া প্রতি মাসে ক্লাসের বেতন ও কোচিং ফি হিসেবে এক হাজার টাকা করে নেওয়া হয়েছে।

শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতারণা করে ব্লু-বার্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ দেশের এমন একমাত্র শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নয়। সারা দেশে খুঁজলে এমন আরো অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পাওয়া যাবে। অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানই শিক্ষার্থী ভর্তি করে, কিন্তু নাম রেজিস্ট্রেশন করে অন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নামে। যেসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান টাকার বিনিময়ে অন্য প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের নাম রেজিস্ট্রেশন করে, এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। এসব প্রতিষ্ঠানও দুর্নীতিগ্রস্ত। কোমলমতি শিক্ষার্থীদের প্রকৃত লেখাপড়ার দিকে উদ্বুদ্ধ না করে এসব প্রতিষ্ঠান শিক্ষার্থীদের মনে ছোটবেলা থেকেই দুর্নীতির বীজ ঢুকিয়ে দেয়।

কোনো শিক্ষার্থীর শিক্ষাজীবন নষ্ট করে দেওয়ার চেয়ে বড় অপরাধ আর নেই। ব্লু-বার্ড ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ ৩৯ জন শিক্ষার্থীর জীবন নিয়ে নিষ্ঠুর খেলা খেলেছেন। এই অপরাধ ক্ষমাহীন। তাঁর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি হতে হবে। অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান এমন কাজে জড়িত থাকলে তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।